দৈনিক সংবাদ

1024

তারিখ 16 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ভিন্নমত

"শিক্ষক ধর্মঘট প্রসঙ্গে অভিভাবকদের কিছু দাবি-দাওয়া" প্রসঙ্গে

বিগত ৭ই মে '৯৪ দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত জালাল আহমদ ৩৬, কলেজ রোড, ময়মনসিংহ-এর লেখা "শিক্ষক ধর্মঘট প্রসঙ্গে অভিভাবকদের কিছু দাবি-দাওয়া" শিরোনামের চিঠিটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির আন্দোলন চলাকালে প্রকাশিত চিঠিটিতে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার সাথে তিনিও যে 'সামান্য কিছু' দাবি-দাওয়া পেশ করেছেন তা সত্যিই দুঃখজনক। উক্ত চিঠিতে তিনি সুমহান পেশায় নিয়োজিত গোটা শিক্ষক সমাজের ওপর অযাচিত খবরদারি কিংবা পরোক্ষভাবে হুমকি প্রদর্শনের প্রচ্ছন্ন ইংগিত প্রদান করেছেন বলে আমি মনে করি।

তিনি লিখেছেন, "শিক্ষক এবং সরকার ছাড়াও ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরাও শিক্ষার সহিত জড়িত।" কথাটা সর্বৈব সত্য। পরক্ষণেই তিনি লিখেছেন, "একজন অভিভাবক হিসেবে তাদের কর্তৃপক্ষ থেকে যথাযথ পক্ষের কাছে সামান্য কিছু দাবি-দাওয়া পেশ করছি।"

আমার মনে হয় শিক্ষকদের প্রতি ক্রোধান্ধ কিংবা অধিক আবেগপ্রবণ হয়ে লিখতে গিয়ে শব্দ বিন্যাসে তিনি কিছুটা গোলমাল করে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি লিখতে চেয়েছেন, একজন অভিভাবক হিসেবে তাদের পক্ষ থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সামান্য 'কিছু (?) দাবি-দাওয়া পেশ করছি।!

তিনি লিখেছেন, "শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার সাথে আমাদের দাবিও মানতে হবে। আর তা হল ঃ স্কুল-কলেজের কোন ছাত্রছাত্রী ফেল করতে পারবে না এবং তাদের কোন অবস্থাতেই তৃতীয় বিভাগে পাস করানো যাবে না।" আর একটা দাবি হল কোন শিক্ষক-শিক্ষিকাই প্রাইভেট টিউশনি করতে পারবেন না। দেশবাসীর করের টাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতা বাড়বে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফেল আর তৃতীয় বিভাগ প্রদানের জন্যে?" ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের জীবন, চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে তাদের অভিভাবকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষকগণও কোন অংশে কম নন বরং ক্ষেত্রবিশেষে আরো বেশি। তাই শিক্ষকগণও এক অর্থে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক। কোন শিক্ষকই চান না সারা বছর নিয়মিত পড়াশোনা করবার পর কোন ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করুক কিংবা তৃতীয় বিভাগ পাক। কিন্তু জনাব জালাল আহমদের বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যায়, ফেল করানো, পাস করানো কিংবা বিভাগ পাওয়ানোর ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবেই শিক্ষকদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে শিক্ষার্থীদের তৃতীয় বিভাগ কিংবা ফেল করানো থেকে বিরত থাকবেন- তার বক্তব্য অনুযায়ী।

কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। সরকারী অনেক খ্যাতিমান স্কুল-কলেজে অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবার পরও যেমন সেখানকার শিক্ষকগণ তৃতীয় বিভাগ কিংবা ফেল ঠেকাতে পারছেন না; পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে শত বাধা বিপত্তির মাঝেও এবং সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও অনেক ছাত্র এমনকি মেধা তালিকায় পর্যন্ত স্থান করে নিচ্ছে। ছাত্রদের এই সফলতা কিংবা বিফলতার জন্য এককভাবে শিক্ষকগণকে দায়ী করাটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফেল এবং তৃতীয় বিভাগের ধারাটা সুদূর অতীত থেকেই চলে আসছে এদেশে এবং এর জন্যে দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী মূলত।

পত্রলেখক আরো উল্লেখ করেছেন, "তৃতীয় বিভাগ ছাত্রদের জীবনে শুধু ব্যর্থতা আর বিড়ম্বনাই ডেকে আনে।" কথাটা যতটুকু সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য এই যে, বর্তমানে দ্বিতীয় বিভাগ, প্রথম বিভাগ এবং এমনকি স্টার মার্কস পেয়ে পাস করেও অনেকে ভাল কোন কলেজে ভর্তি হতে কিংবা ন্যূনতম যোগ্যতার একটি চাকরি জোটাতে হিমশিম খাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

প্রাইভেট টিউশনির ওপর তিনি যে বাধানিষেধ আরোপ করতে চেয়েছেন তাও বাস্তবতা বর্জিত। কিছু আর্থিক সুবিধা পান বলে গোটা শিক্ষক সমাজের কেউ কেউ প্রাইভেট টিউশনি করে থাকেন। যুগ যুগ ধরে এটা চলে আসছে। এক্ষেত্রে ছাত্র বিশেষ করে অভিভাবকগণই এটা চালু করেছেন এবং সচল রেখেছেন। সমাজের বিত্তবানদের কেউ কেউ যেমন কুৎসিত মেয়েটিকে বিদ্বান এবং সুদর্শন পাত্রের কাছে সমর্পণ করবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেন টাকা এবং যৌতুকের জোরে, তেমনি এমন কিছু অভিভাবক রয়েছেন যারা অপেক্ষাকৃত কম মেধার ছাত্রটিকে পরীক্ষা নামক বৈতরণী পার করে দেবার আশায় প্রাইভেট টিউটর তথা শিক্ষকের শরণাপন্ন হন। আবার এমনও অভিভাবক আছেন,যারা তার মেধাবী সন্তানটি যাতে ভবিষ্যতে আরো ভাল করতে পারে সে আশা নিয়ে একজন প্রাইভেট টিউটরের সাহায্যপ্রার্থী হচ্ছেন। আইন, শর্ত কিংবা কোনরূপ বাধা আরোপ করে এটা বন্ধ করার বিষয় নয়।

পত্রলেখক সর্বশেষ লিখেছেন, "শিক্ষাও এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে। তাই বেতন-ভাতা বাড়লে শিক্ষার মানও অবশ্যই বাড়াতে হবে।" সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পাশা-পাশি শিক্ষার মানও যে অনেকটা নিচে নেমে গেছে এটা সত্য। শিক্ষার মান যাতে বৃদ্ধি পায় ধর্মঘটী শিক্ষকসহ এ দাবি বোধ করি সকল বিবেকবান মানুষের। কিন্তু 'বেতন-ভাতা বাড়লে শিক্ষার মানও অবশ্যই বাড়তে হবে' বলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমার বোধগম্য নয়। বেতন-ভাতা বাড়লো না, তবে কি শিক্ষার মান না বাড়ালেও চলবে? শিক্ষার মান বৃদ্ধি করাটা কি কেবল বেতন-ভাতার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত?

একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবারই রয়েছে। আমার আজকের লেখার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষ ভিন্নমতও পোষণ করতে পারেন। আমরা আসলেই একটা দুর্ভাগা জাতি। '৮৮'র প্রবল বন্যা এবং '৯১'র প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বসে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে হাতে হাত ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনকারী নেতা-নেত্রীগণ যখন পারস্পরিক মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে নিজেদের বেতন-ভাতা বাড়ানো কিংবা শুল্কমুক্ত গাড়ি ক্রয়ের বিল পাস করে নেন কণ্ঠভোটে, অপরিকল্পিতভাবে শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয় অনুৎপাদনশীল খাতে, তখন আমরা অনেকেই মুখের রা'টি পর্যন্ত করি না। অথচ, জাতির ধারক বাহক বলে কথিত সামান্য আয়ের সম্মানিত শিক্ষকগণের ন্যায়সংগত দাবি পূরণের কিছুটা সম্ভাবনা দেখলেই অনেকের গাত্রজ্বালার সূচনা হয়।